ইউনিট
৫

সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা

ভূমিকা

মসজিদ ইসলামি সমাজের প্রাণকেন্দ্র এবং পবিত্রতম স্থান। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় মসজিদ একাধারে ইবাদত-বন্দেগির স্থান, সামাজিক ও ধর্মীয় মিলনায়তন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বিচার ও আনুগত্যের সূতিকাগার। মুসলিম জাতির ঈমান-আকিদা, ইবাদত, বন্দেগি হতে আরম্ভ করে তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শাসন, সংস্কার, রাষ্ট্র পরিচালনা, গবেষণা, সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান চিন্তা এবং বাস্তবায়ন ও কার্যকরী করার কেন্দ্ররূপে মসজিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মসজিদে আগত প্রত্যেক মুসলমান এক ইমামের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করে ইসলামের সুদৃঢ় ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হয় এবং নেতার আনুগত্যের এলাহি আদেশ বাস্তবায়ন করে। মসজিদের ইমামকে গণমানুষের নেতা হিসেবে অনেক দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়।

কোর্স/ইউনিট সমাপ্তির সময়	এই ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ০৫ দিন

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১ : ইসলামি সমাজে মসজিদের ভূমিকা ও গুরুত্ব

পাঠ ২ : নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় মসজিদের ভূমিকা

পাঠ ৩ : মসজিদের ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলি

পাঠ ৪ : ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পাঠ ৫ : জুমআর খুতবা ও এর বিষয়বস্তু

পাঠ ১ : ইসলামি সমাজে মসজিদের ভূমিকা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মসজিদের পরিচয় দিতে পারবেন
- সমাজজীবনে মসজিদের ভূমিকা নির্ণয় করতে পারবেন
- মসজিদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মসজিদ, মসজিদে নববী, সিজদা, সালাত, নামায, আযান, ইকামত, ফালাহ, ইবাদত-বন্দেগি, ওয়ায-নসিহত, সালাম, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব

মসজিদের পরিচয়

মসজিদ অর্থ 'সিজদার স্থান'। ইসলামের পরিভাষায়- নামাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থানকে মসজিদ বলে। মসজিদকে 'মহান আল্লাহর ঘর' বলা হয়ে থাকে। মসজিদ ইসলামি সমাজব্যবস্থায় ইবাদত-বন্দেগির স্থান, সামাজিক ও ধর্মীয় মিলনায়তন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বিচার ও সম্প্রীতি লেনদেনের মাধ্যম, নেতৃত্ব ও আনুগত্যের প্রশিক্ষণালয়।

সমাজজীবনে মসজিদের গুরুত্ব ও ভূমিকা

মসজিদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি। মসজিদে নববী ছিল আল্লাহর নবির সকল কাজ-কর্মের কেন্দ্র। আল্লাহর ঘর মসজিদ শুধু সালাতের ঘরই নয়; এটা ফালাহ বা মানব কল্যাণ কেন্দ্র। তাই মুয়াযযিন পাঁচ বেলা মুসল্লিদেরকে শুধু সালাতের জন্য নয়, ফালাহ বা মানব কল্যাণের জন্যও আল্লাহর ঘরের দিকে আহ্বান করে থাকে। সমাজ ও জীবনকে মসজিদমুখী ও মসজিদ কেন্দ্রিক করে গড়ে তুলতে পারলে সমাজের সব সমস্যার সমাধান এখান থেকেই করা সম্ভব হবে। আমাদের সমাজকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন পাঁচ বেলা নামাযই নয়, প্রতিটি কর্মেই মসজিদের প্রভাব থাকে।

একটি নির্দিষ্ট এলাকার মুসল্লিগণ দৈনিক পাঁচবার নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করার জন্য যখন মসজিদে মিলিত হয়, তখন একই ইমামের পিছনে সমাজের ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাদা-কালো সব শ্রেণির মানুষের হৃদয়ে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জাগ্রত হয়।

একই ইমামের পিছনে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে নেতার আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধের সৃষ্টি হয়। সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মসজিদের ভূমিকা অতুলনীয়। মহান আল্লাহর একটি সমাজের মুসলমান মসজিদে সমবেত হয়ে পরস্পরকে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে তোলে। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ-সৃষ্টিতে মসজিদের ভূমিকা রয়েছে। সমাজের মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচবার মসজিদে মিলিত হয়ে আমির-ফকির, ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু সবাই এককাতারে একই ইমামের পিছনে একত্রিত হয়ে সকল ভেদাভেদ ও বৈষম্য ভুলে অপূর্ব সাম্যের নিদর্শন স্থাপন করে।

মসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। পরস্পরের কথাবার্তা, কুশল বিনিময় ও আদর, শ্রদ্ধা, সম্ভাষণ, সালাম বিনিময় হয়। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। মুসলমানগণ আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য মসজিদে সমবেত হয়। তখন সর্বময়

ক্ষমতার মালিক আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি পাবার আশায় সকলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে। নীরবতা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে ইমামের পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলের সাথে নামাযের সব করণীয় আদায় করে। এ থেকে শান্তি ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয়।

মসজিদ মানুষকে নিয়মানুবর্তিতাও শিক্ষা দেয়। একই নিয়মে দৈনিক পাঁচবার নামায আদায়, আযান-ইকামত ও ইমামের পিছনে নিয়মমাফিক সবকিছুই করার মাধ্যমে সকলকে নিয়মানুবর্তী করে গড়ে তোলে। মসজিদ মানুষকে সময়ানুবর্তিতারও শিক্ষা দান করে। নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের মধ্য দিয়ে মানুষকে সময়ানুবর্তিতা, দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে।

মসজিদ আল্লাহর ঘর বলে সেখানে সর্বদা পাক-পবিত্র অবস্থায় প্রবেশ করতে হয়। কাজেই আল্লাহর ইবাদতের জন্য মসজিদ পবিত্রতম স্থান হিসেবে চিহ্নিত। এরই প্রভাবে সমাজের সর্বত্র এ পবিত্র ভাবের বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করে। মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় সমাজের সর্বপ্রকার জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম পরিচালনার কেন্দ্র হচ্ছে মসজিদ। জনহিতকর কাজকর্ম পরামর্শের ভিত্তিতে মসজিদ থেকেই করা যায়। মসজিদে নববীতে সব ধরনের কাজই নবি (স.) করতেন। মসজিদে পাঠাগার স্থাপন, শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা এবং কুরআন-হাদিস শিক্ষার ব্যবস্থা করে সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তার করা যায়।

মসজিদ ইসলাম প্রচারের মূল কেন্দ্র। রাসূলুল্লাহ (স.) মদিনায় গিয়ে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মদিনার মসজিদে মুসলমানদেরকে ইসলামের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে শিক্ষাদান ও ইসলাম প্রচার ও প্রসারে উৎসাহ প্রদান করা হতো। একইভাবে সাহাবায়ে কিরামগণও মসজিদ কেন্দ্রিক ইসলাম প্রচার করতেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদ রাষ্ট্র ও ধর্মের কেন্দ্রভূমি ছিলো। রাষ্ট্রের কাজকর্ম মসজিদেই সম্পাদিত হতো। মসজিদ ছিলো জনগণের প্রধান সভার স্থান। রাসূলুল্লাহ (স.) মসজিদে নববীতে বসে যাবতীয় বিচার কার্য পরিচালনা করতেন।

সার সংক্ষেপ

মসজিদ ইবাদত বন্দেগির স্থান। মসজিদ ইসলামি সমাজের প্রাণকেন্দ্র। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় মসজিদ একাধারে ইবাদাত গৃহ, শিক্ষাকেন্দ্র, মিলনায়তন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার কেন্দ্র। তাই মসজিদকে সমাজের সকল কাজ-কর্ম ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কেন্দ্র বলা যায়। মসজিদ মানুষের মিলন কেন্দ্র। আজকের বিশ্ব মুসলিম সমাজ মসজিদ কেন্দ্রিক জীবন হতে দূরে সরে যাওয়ার কারণে অনেক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। মসজিদে নববীর মত আবার আমাদের মসজিদের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে।

অ্যাকটিভিটি/শিক্ষার্থীর কাজ	**একক কাজ :** শিক্ষার্থী ইসলামি সমাজে মসজিদের ভূমিকা সম্পর্কে ৫টি বিষয় খাতায় লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবেন। **দলীয় কাজ :** সব শিক্ষার্থীরা সমাজে মসজিদের গুরুত্ব নিয়ে একটি আলোচনা সভা করবেন। শিক্ষক সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মসজিদ শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
ক. আরবি খ. উর্দু গ. বাংলা ঘ. ফার্সী

২. মসজিদ শব্দের অর্থ কী?
ক. নামাযের স্থান খ. ইবাদতের স্থান গ. সিজদার স্থান ঘ. সিজদাগৃহ

৩. মসজিদ মুসলমানদের ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। সমাজজীবনে এর ভূমিকা–
(i) মানবকল্যাণ (ii) ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা (iii) সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক
ক. i খ. i, ii গ. ii ও iii

৪. মসজিদে দৈনিক পাঁচবার মুসল্লিরা মিলিত হয়। এতে ধনী-গরিব, সাদা-কালো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলে এককাতারে নামায আদায় করে।
উপরের উদ্ধৃতাংশে সমাজের কোন চিত্র ফুটে উঠেছে?
ক. ভ্রাতৃত্ববোধ খ. মমত্ববোধ গ. সামাজিক সাম্য ঘ. ক ও গ

সৃজনশীল

মসজিদের স্থান সংরক্ষিত রাখা নিয়ে সহপাঠিদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। এ সময় দ্বিতীয় বর্ষের বড়ো ভাই মতবিরোধের নিরসন করে জানান– মসজিদ ইসলামি সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় মসজিদ একাধারে ইবাদত-বন্দেগির স্থান, সামাজিক ও ধর্মীয় মিলনায়তন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বিচার ও সম্প্রীতি লেনদেনের মিডিয়া, নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সূতিকাগার। মসজিদ মানুষকে স্রষ্টার আনুগত্য প্রদর্শন ও তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত করে। তাই সমাজের সদস্য হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মসজিদের গুরুত্ব লক্ষণীয়।

ক. মসজিদ শব্দের অর্থ কী? ১
খ. মসজিদের পরিচয় দিন। ২
গ. 'ইসলামি সমাজের কেন্দ্রবিন্দু মসজিদ'- ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. সমাজজীবনে মসজিদের গুরুত্ব তোমার মতামতসহ বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ১.গ, ২.গ, ৩.গ, ৪.ঘ

পাঠ ২ : নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় মসজিদের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- মসজিদে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব বলতে পারবেন
- নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় মসজিদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নিরক্ষতা, গণশিক্ষা, শিক্ষাগার, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, তাহযিব, তামাদ্দুন, মহল্লা।

মসজিদে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা

ইসলামের প্রথম শিক্ষালয় হচ্ছে মসজিদ। পৃথিবীর প্রথম মসজিদ বায়তুল্লাহ ছিলো মানবজাতির প্রথম শিক্ষাগার। শিক্ষা বিস্তারে মসজিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মসজিদে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা প্রসঙ্গে নবি করিম (স.) বলেছেন : "কোনো ব্যক্তিবর্গ যদি আল্লাহর ঘরে একত্র হয়ে কুরআন পাঠ করে ও পরস্পরকে শিক্ষাদান করে, তাহলে তাদের ওপর শান্তি নাযিল হয়।"

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগে : মহানবি (স.) মদিনার মসজিদে বসে সাহাবায়ে কিরামগণকে ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। মহানবি (স.) মসজিদভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি সাহাবায়ে কিরামগণকে মসজিদসমূহকে কর্মমুখর রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ সময় মসজিদে দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি সব ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে : মহানবি (স.) কর্তৃক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে মসজিদের সর্বজনীন ব্যবহারই পরবর্তীকালে শিক্ষার গণমুখী প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। মহানবি (স.)-এর নির্দেশনা অনুসারে সাহাবায়ে কিরামগণও মসজিদকে শিক্ষা প্রদানের কাজে প্রয়াসী হন। এ সময় নতুন নতুন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে মসজিদভিত্তিক শিক্ষাকার্যক্রম একটি রাষ্ট্রীয় শিক্ষাকার্যক্রম হিসেবে স্বীকৃত হয়।

উমাইয়া ও আব্বাসী শাসনামলে : এ সময় ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাহযীব, তমদ্দুন ও উত্তম চরিত্রের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে মসজিদ ব্যবহৃত হত। এ সময় মদিনা, মক্কা, কূফা, বসরা, সিরিয়া, মিসর, মরক্কো, স্পেন, ইয়ামান, খোরাসান প্রভৃতি শহরের জামে মসজিদগুলো সাহাবা ও তাবেঈগণের প্রচেষ্টায় প্রধান শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে ফিকহ ও হাদিসশাস্ত্রের ইমামগণও মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণায় অবদান রেখেছেন। যেমন- মিসরের আল আযহার জামে মসজিদই পরবর্তিতে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

মসজিদসংলগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : আব্বাসী শাসনালে মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসলামি শিক্ষার প্রসার ঘটে। এ সময়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ফলে মসজিদে শিক্ষার্থীদের সংকুলান না হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষাস্তর মসজিদের সাথে সংযুক্ত রেখে উচ্চ শিক্ষা স্তরটি আলাদা করা হয়। তখন উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলো মাদরাসা আর প্রাথমিক শিক্ষা স্তরকে মক্তব বলা হতো।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় মসজিদের ভূমিকা

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। যেমন–

মসজিদকে কেন্দ্র করে মক্তব গড়ে তোলা যায়। মক্তব মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশের প্রতি গ্রামে ও মহল্লায় মসজিদ আছে। এখানে ইমাম, মুয়াযযিন সাহেবের কাছে ছোট ছেলে-মেয়েরা সূরা-কিরাআত, কায়দা, কুরআন শরিফ পড়া শিখে। প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়। এখানে আলাদা ঘর তৈরি করতে হয় না, মসজিদকেই মক্তব ঘর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া আলাদা কোনো শিক্ষক রাখারও প্রয়োজন হয় না। ইমাম ও মুয়াযযিন সাহেব শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতে পারেন। মসজিদই হবে মুসলিম শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র। নারী-পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলের জন্য কুরআন-হাদিস, বাংলা, ইংরেজি, গণিতসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা দানের জন্য ফোরকানিয়া মক্তব প্রতিষ্ঠা করা।

মসজিদে শিক্ষার মাধ্যমে শুধু শিক্ষিত মানুষ নয়, আদর্শ মানুষ সৃষ্টির দিকে শিক্ষকের লক্ষ্য থাকে। এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা শিশুর মনে প্রথম থেকেই জাগ্রত করা হয়। ফলে শিশুর মনে নৈতিক শিক্ষার ভিত তৈরি হয়। শিশুমন অত্যন্ত কোমল ও উর্বর। এ সময় যে শিক্ষা মক্তবে দেয়া হয়, তাই তাদের মন-মানসিকতায় স্থায়ীভাবে গেঁথে থাকে। কাজেই আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে মসজিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সার সংক্ষেপ

মসজিদে পাঠাগার স্থাপন, শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারে মসজিদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে মসজিদকে ব্যবহার করা খুবই শ্রেয়। মহানবি (স.) প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ছিল ইসলামের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। এ মসজিদ থেকেই প্রখ্যাত ওলামায়ে কিরাম, যুগশ্রেষ্ঠ, মনীষী, ফকিহ, মুহাদ্দিস, বিচারক, রাষ্ট্রনায়ক, ইমাম ও পথ প্রদর্শকগণ শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁরা বিশ্ববাসীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন।

অ্যাকটিভিটি/শিক্ষার্থীর কাজ	**একক কাজ :** শিক্ষার্থী মসজিদে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে সর্বাধিক ২০০ শব্দের একটি অনুচ্ছেদ লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবেন। **বাড়ির কাজ :** শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট এলাকার মসজিদে নিরক্ষরতা ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন। শিক্ষক এ প্রতিবেদন মূল্যায়ন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইসলামের আদি শিক্ষালয় কোনটি?

ক. মক্তব খ. মাদরাসা

গ. মসজিদ ঘ. ফোরকানিয়া

২. মানবজাতির প্রথম শিক্ষাগার কোনটি?

ক. মসজিদে নববী খ. বায়তুল্লাহ

গ. মসজিদে আক্সা ঘ. আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়

৩. মসজিদ ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষালয়, মসজিদ শিক্ষাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো–

(i) রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগে (ii) খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে (iii) উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. i, ii গ. i, ii ও iii

৪. আমাদের দেশের শিশুরা স্কুলে যেতে ভয় পায়, আর বয়স্করা স্কুলে যেতে লজ্জাবোধ করে। মসজিদে তাদের জন্য শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করলে শিশুরা নির্ভয়ে এবং বয়স্করা নিঃসংকোচে পড়াশোনা করতে পারবে। এটি মসজিদের ভূমিকা–

ক. নিরক্ষরতা দূরীকরণ খ. গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

গ. ক ও খ ঘ. কোনোটি নয়

সৃজনশীল

ইমাম সাহেব জুমুআর খুতবায় বললেন। ইসলামের প্রথম শিক্ষালয় হচ্ছে মসজিদ। শিক্ষা বিস্তারে মসজিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (স.) ছিলেন মসজিদে নববীর মহান শিক্ষক ও মানবতার পথপ্রদর্শক। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

ক. মানবজাতির প্রথম বিদ্যালয় কোনটি? ১

খ. মক্তব কাকে বলে? ২

গ. নিরক্ষরতা দূরীকরণে মসজিদের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন। ৩

ঘ. গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় মসজিদ কীভাবে কার্যকর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রাখতে পারে? বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ১.গ, ২.খ, ৩.গ, ৪.ক

পাঠ-৩ : মসজিদের ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- মসজিদের ইমামের পরিচয় বলতে পারবেন
- ইমামের যোগ্যতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ইমামের গুণাবলি ও বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রব, ইমাম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, তাজবিদ, তিলাওয়াত, জামাআত, উত্তম চরিত্র, আরবী ভাষা, ইমাম-নেতা

ইমামের পরিচয়

ইমাম অর্থ নেতা, পরিচালক ও অগ্রনায়ক। ইসলামের সোনালী যুগে ইমাম বলতে বোঝাতো ইসলামি সমাজের সামগ্রিক নেতৃত্ব যাঁরা দিতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ-সভ্যতা, সমাজের পরিচালনার সামগ্রিক নেতৃত্বে ছিলেন ইমামগণ। ইসলামের সোনালি যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের যারা নেতৃত্ব দিতেন তাঁরাই আবার মসজিদে সালাতেরও নেতৃত্ব দিতেন। এজন্য সমাজ ও মসজিদের একই নেতা বা ইমাম ছিলেন।

ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলি

মসজিদে সালাতের নেতৃত্ব এবং সমাজের সংস্কার, উন্নয়নমূলক কার্য পরিচালনা ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে নেতৃত্ব দেয়ার মত উপযুক্ত ইমাম নিয়োগ করা প্রয়োজন। ইমাম হলেন নেতা। কাজেই নেতৃত্ব দেয়ার মত যোগ্য ইমাম নিয়োগ করা খুবই জরুরি। মহানবি (স.) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম লোককে ইমাম নিযুক্ত কর। কেননা, তাঁরা তোমাদের এবং তোমাদের রবের মধ্যে প্রতিনিধিত্বকারী।" (দারে কুতনী)

ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলির বিশেষ দিকগুলো নিম্নরূপ–

আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক থাকা : ইমামকে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের অধিকারী, সৎ কাজের আদেশ দানকারী, মন্দ কাজ থেকে বিরতকারী এবং সত্যের বাণী প্রকাশে সক্ষম হতে হবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টিই একমাত্র কাম্য : সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে, লোক দেখানোর মনোভাব দূর করতে হবে, মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তনে সীমালংঘন করতে পারবে না এবং এক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। লোকের কাছে স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং সে জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট উচ্চারণে কুরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী : ইমাম মসজিদে নামাজে ইমামতি করেন, তাই ইমামকে তাজবীদ সহকারে সুন্দর ও উত্তম কুরআন তেলাওয়াত জানতে হবে।

কুরআন ও হাদিসের যথাযথ জ্ঞান : কুরআন ও হাদিসের সাথে সর্বদা সম্পর্ক রাখতে হবে এবং তা গভীর অধ্যয়ন করতে হবে ও প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল উদ্ভাবন করতে হবে।

জ্ঞানী হওয়া : সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, ব্যাপক লেখাপড়া করা, যে সমাজে বাস করে সেই সমাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া এবং সেই সমাজের অন্যান্য মতাদর্শ, দর্শন, চিন্তাধারা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। এছাড়াও ইসলামের ইতিহাস ও মানব সভ্যতা তার ইতিহাস জানতে হবে। যেন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামকে তুলে ধরা সম্ভব হয়।

আরবি ভাষায় দক্ষ : আরবি ভাষায় দক্ষতা ও পারদর্শিতা থাকতে হবে। একইসাথে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা জানা থাকলে ইসলামের খিদমতে নিজেকে আরো বেশি সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হবে।

উত্তম চরিত্রের অধিকারী : ইমামকে উত্তম চরিত্র ও সুন্দর আচরণের অধিকারী হতে হবে, যাতে লোকেরা তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন এবং তার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে।

ধৈর্যশীল : ইমামের যথেষ্ট ধৈর্য ও সহ্যশক্তি থাকতে হবে যেন মসজিদের পাড়া বা মহল্লার লোকদেরকে ইসলামি জ্ঞান দানে অধৈর্য হয়ে না পড়েন।

জনমানুষের আস্থাশীল : ইমামের একটি অন্যতম দিক হলো– অধিকাংশ লোক যাকে ইমাম বানাতে সম্মত নয়, এমন ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করা উচিত নয়। তবে অল্পসংখ্যক লোক ইমাম বানাতে অসম্মতি প্রকাশ করলে তার এ অসম্মতি ধর্তব্য নয়।

নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন : একজন ইমামকে সামগ্রিক দিক থেকে যোগ্যতম ও নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন হতে হবে। তা হলেই ইমামের দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হবে।

সার সংক্ষেপ

ইমাম যোগ্য, দক্ষ, বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ হলে মসজিদ তার ভূমিকা পালন সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে, ইমাম যদি দুর্বল, অদক্ষ, কম-জ্ঞানের অধিকারী হয়; তাহলে মসজিদ ইবাদতখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে এবং সে তার আসল ও মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে। তাই আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক, কুরআন ও হাদিসের যথাযথ জ্ঞান, আরবি ভাষায় দক্ষ, উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও ধৈর্যশীল প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	**একক কাজ :** শিক্ষার্থী ইমামের যোগ্যতার মাপকাঠি সম্পর্কে ৫টি বিষয় খাতায় লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবেন। **দলীয় কাজ :** শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে আলোচক নির্বাচন করে ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলি সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষক এ সম্পর্কে সকলের প্রশ্নোত্তরের জবাব দেবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইমাম শব্দের অর্থ কী?
ক. নেতা খ. পরিচালক গ. ক + খ ঘ. কোনোটি নয়

২. "তোমরা তোমাদের সর্বোত্তম লোককে ইমাম নিযুক্ত কর।"–কার বাণী?
ক. মহান আল্লাহর খ. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর
গ. হযরত আলী (রা.)-এর ঘ. হযরত উসমান (রা.)-এর

৩. ইমাম সকলের নেতা, তাই তাকে যোগ্যতম ব্যক্তি হতে হবে। ইমামের যোগ্যতার দিক হলো–
(i) জ্ঞানী (ii) আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক (iii) উত্তম চরিত্রের অধিকারী
নিচের কোনটি সঠিক
ক. i খ. i, ii গ. i, ii ও iii

৪. রফিক সাহেব আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করেন। তিনি ইতোপূর্বে তালিমুল কুরআন কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এলাকার লোকদের অনুরোধে তিনি এখন মসজিদে ইমামতি করছেন। উদ্দীপকে ইমামের কোন যোগ্যতা ফুটে উঠেছে।
ক. জ্ঞানী হওয়া খ. কুরআন তিলাওয়াতে দক্ষ গ. জনমানুষের আস্থা ঘ. সবগুলো

সৃজনশীল

ইমামের কী কী যোগ্যতা থাকতে হয়- এমন পশ্নের জবাবে অধ্যাপক হক সাহেব বলেন- যিনি মসজিদের নামাজ পড়ান সাধারণত আমরা তাকে ইমাম বলে ডাকি। ইমাম কেবল মসজিদের নয়, তিনি সমাজেরও ইমাম। তাই মসজিদে সালাতের নেতৃত্ব এবং সমাজের সংস্কার, উন্নয়নমূলক কার্য পরিচালনা ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে নেতৃত্ব দেয়ার মত উপযুক্ত ইমাম নিয়োগ করা প্রয়োজন।

ক. ইমাম শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ইমাম কাকে বলে? ২

গ. "তোমরা তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম লোককে ইমাম নিযুক্ত কর।"-হাদিসটির ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটের আলোকে ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলির তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ১.গ, ২.খ, ৩.গ, ৪.ঘ

পাঠ-৪ : ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইবাদতের ক্ষেত্রে ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন
- সামাজিক ক্ষেত্রে ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মুসল্লি, সালাত, কুরবানী, হালাল উপার্জন, ওসিয়্যাত, কাফন-দাফন, সিরাতুন্নবী (স.), শবেবরাত, শবেকদর, শবেমিরাজ, পরিবেশ দূষণ, বৃক্ষনিধন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্যোগ, নৈশ বিদ্যালয়

ইবাদতের ক্ষেত্রে ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইমামকে ইবাদতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হয়। ইমাম সাহেবের প্রথম দায়িত্ব হলো নামায প্রতিষ্ঠা করা। তিনি মুসলমানদেরকে সালাতে উদ্বুদ্ধ এবং সালাত কায়েম রাখার জন্য মুসল্লিদেরকে কুরান ও হাদিসের বক্তব্য এবং ওয়ায-নসিহত শোনাবেন। ইমাম সাহেব ঈদের সালাতের ব্যবস্থা করবেন। ঈদের সালাতের গুরুত্ব, ফযিলত, মাসআলা-মাসায়েল সম্বন্ধে মুসল্লিদের আগে থেকেই জানাবেন। ঈদের দিনের করণীয়, ঈদের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে মুসল্লিদের বলবেন।

ইমাম সাহেব মুসল্লিদেরকে বিভিন্ন ইবাদতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করবেন। তিনি ইবাদত-বন্দেগির ব্যাপারে নিজে অগ্রণী হবেন এবং মুসল্লিদেরকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিবেন। অন্যান্য ইবাদত অনুষ্ঠানের যথাযথভাবে পালনের দিকে মুসল্লিদেরকে অবহিত করবেন। ইমাম সাহেব মুসল্লিদেরকে হজ্জ পালনে মুসল্লিদের উদ্বুদ্ধ করবেন। যারা হজ্জ পালনের উপযুক্ত, সেসব মুসল্লিদের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের সাথে কথা বলবেন। তাঁদেরকে হজ্জ পালনে উদ্বুদ্ধ করবেন। হজ্জ পালনের মাসআলা-মাসায়েল ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করবেন। ইমাম সাহেব মুসল্লিদেরকে যাকাত দানে উদ্বুদ্ধ করবেন। মুসল্লিদের মধ্যে যাঁরা যাকাত দিতে পারবেন তাঁদের তালিকা প্রস্তুত করবেন। তাদের যাকাতের মাসআলা-মাসায়েল বলে দেবেন। মসজিদকেন্দ্রিক যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ইমাম সাহেব সাদাকাতুল ফিতর আদায়ে মুসল্লিদের উদ্বুদ্ধ করবেন। সাদাকাতুল ফিতরের গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও ফযিলত সম্বন্ধে মুসল্লিদের অবহিত করবেন। মুসল্লিদের কুরবানির মাসআলা-মাসায়েল, ফযিলত শিক্ষা ও গুরুত্ব বুঝিয়ে দেবেন। ইমাম সাহেব কুরবানির শিক্ষানুসারে গরিব-দুঃখীদের মাঝে কুরবানির গোশত পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি ইসলামি দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করবেন। সিরাতুন্নবী (স.), শবেবরাত, শবেকদর, শবেমিরাজ, আশুরা ইত্যাদির গুরুত্ব, শিক্ষা ও

ফযিলত সম্বন্ধে আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, রচনা প্রতিযোগিতা এবং আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

ইমামের সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য

সমাজের নেতা হিসেবে ইমাম সাহেব বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ইমামের সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যের বিশেষ দিকসমূহ নিম্নরূপ–

নিষ্করতা দূরীকরণে গণশিক্ষা ও নৈশ বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় ইমাম সাহেবকে নেতৃত্ব দিতে হবে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করে সে অনুসারে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সমাজে কল্যাণমূলক অবদান রাখতে হবে। অসুখ-বিসুখ, বিপদাপদে সেবা ও সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। ইমাম সাহেবকে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সমস্যা সমাধানের উপায়-পদ্ধতি নির্দেশ করতে হবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, যোগাযোগ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সমস্যা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধানের কার্যকরি পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইমাম সাহেব সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। মসজিদ এলাকার নালা-নর্দমা পরিষ্কার, ডোবা-পুকুর পরিচ্ছন্নকরণ, ঝোপ-ঝাড় কর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মুসল্লিদের শরীর, পোষাক ও বাসস্থান পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ও ফযিলত বর্ণনা করবেন। ইসলামি সমাজে ইমাম পরিবারে বিবাহ পড়ানো, পারিবারিক কলহ নিরসন এবং তালাকের ব্যাপারে মীমাংসাকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়াও মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত, কাফন-দাফন, উত্তরাধিকারী সম্পত্তি বণ্টন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

মসজিদ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কী কী কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, ইমাম সাহেব তার দিকনির্দেশনা দিবেন। ইমাম সাহেব জনগণকে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও ফযিলত বর্ণনা করে উদ্বুদ্ধ করবেন। ইমাম সাহেব সমকালীন বিষয় সম্পর্কে মুসল্লিদের অবহিত করার সাথে সাথে এ ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। যেমন-পরিবেশ দূষণ, বৃক্ষ নিধন ইত্যাদির ক্ষতিকর প্রভাব এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ইসলামি নীতিমালা উপস্থাপণ করতে পারেন।

সার সংক্ষেপ

ইমাম সমাজের নেতা। তাই ইমাম সাহেবকে সমাজের সবচেয়ে বিচক্ষণ, উত্তম নেতা ও পরিচালকের ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলেই ইসলামি সমাজব্যবস্থা থেকে মানুষ উপকৃত হবে। ইসলামি সমাজব্যবস্থার সুফল পেয়ে সবাই সুখী-সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারবেন। আর আল্লাহর শোকর আদায়ের জন্য লোকেরা আন্তরিকতার সাথে মসজিদ পানে ছুটে আসবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	**একক কাজ-১ :** শিক্ষার্থী ইমামের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ২টি বিষয়ের ওপর তার এলাকার মুসল্লিদের সাথে কথপোথন করবেন এবং বইয়ের সাথে মূল্যায়ন করবেন। **দলীয় কাজ :** পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত ইমামের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে মসজিদের ইমামের সাথে শিক্ষার্থীদের একটি দল শিক্ষকের নেতৃত্বে গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সালাতের নেতৃত্ব দেন কে?
ক. ইমাম খ. সমাজের নেতা গ. মৌলবী সাহেব ঘ. কোনোটি নয়

২. কোনটি ইমামের সামাজিক দায়িত্ব?
ক. নামায পড়ানো খ. ইসলামি দিবস উদ্‌যাপন গ. গণশিক্ষা পরিচালনা ঘ. সুষ্ঠু যাকাত ব্যবস্থাপনা

৩. ইমাম সাহেব জুমআর নামায পড়ানোর পর করিম ও রহিমা বেগমের বিবাহ পড়ান। এখানে ইমাম ------ দায়িত্ব পালন করেছেন।
ক. ইবাদতের ক্ষেত্রে খ. সামাজিক গ. ক + খ ঘ. সবগুলো

৪. গণশিক্ষা কার্যক্রমে ইমাম সাহেব---
ক. শিক্ষা দেন খ. ওয়াজ-নসিহত করেন গ. ইবাদতের প্রশিক্ষণ দেন
নিচের কোনটি সঠিক
ক. i খ. i, ii গ. i, ii ও iii

সৃজনশীল

ইমামের দায়িত্বের পরিধি সম্পর্কে জানতে চাইলে ওয়াজ মাহফিলে বিশিষ্ট বক্তা 'ক' সাহেব বলেন- ইমাম সাহেব মসজিদে নামাজ পড়ান। এছাড়াও তিনি মসজিদের ইমাম হওয়ার পাশাপাশি সমাজেরও নেতা। তাঁর নেতৃত্বে সমাজে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তিনি ধর্মীয় দায়িত্ব পালন ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামের সোনালি যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের যাঁরা নেতৃত্ব দিতেন, তাঁরাই আবার মসজিদের সালাতেরও নেতৃত্ব দিতেন।

ক. ইমাম শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ইমামের ৫টি সামাজিক দায়িত্ব লিখ? ২
গ. 'ইমাম একাধারে মসজিদ ও সমাজের নেতা'-ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. ইসলাম নির্দেশিত ইমামের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বর্তমান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করুন। ৪

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ১.ক, ২.গ, ৩.খ, ৪.ক

পাঠ-৫ : জুমআর খুতবা ও এর বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- জুমুআর খুতবার পরিচয় দিতে পারবেন
- জুমুআর খুতবার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জুমুআ, খুতবা, রমযান, হজ্জ, যাকাত, আশুরা, মিরাজ, হাম্‌দ, দরুদ, কিরাআত, দুআ, আকিদা

জুমুআর খুতবার পরিচয়

খুতবা মানে ভাষণ, বক্তৃতা ও উপদেশ। ইসলামি পরিভাষায় জুমুআর নামাযের পূর্বে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত উপদেশমূলক যে ভাষণ দিয়ে থাকেন তাকেই জুমুআর খুতবা বলে।

খুতবার বিষয়বস্তু

খুতবা হচ্ছে ইসলাম প্রচারের উত্তম উপায়। তাই খুতবায় সুপরিকল্পিত বিষয়বস্তু অনুসরণ করে বক্তব্য প্রদান জরুরি। জুমুআর খুতবার মৌলিক দিকসমূহ নিম্নরূপ–

জুমুআর খুতবায় ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ও সন্দেহ-সংশয় দূর করার চেষ্টা করা। পাশাপাশি ভ্রান্ত মতবাদ ও দর্শন থেকে দূরে থাকার বিষয়ে উপদেশ দেয়া এবং যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে সেগুলোর ভ্রান্তি ও দুর্বলতা তুলে ধরে সেগুলোর ওপর

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা। যেন মানুষ আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর মনোনীত জীবনব্যবস্থা ইসলামের ওপর টিকে থাকে। পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং 'আমর বিল মারুফ' ও 'নেহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসিহত করা।

সমাজে চলমান সমস্যা ও সংকট আলোচনা করে এ বিষয়ে ইসলামের সমাধান পেশ করা। মহিলা ও পরিবারের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। ইসলামের বিভিন্ন উপলক্ষ ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা। যেমন– রমযান, হজ্জ, যাকাত, আশুরা, মিরাজ ইত্যাদি। মুসল্লিরা যেন সে সব বিষয়ে জানার জন্য আরো বেশি আগ্রহী হয়।

ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। এ ছাড়াও মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্পর্কেও আলোকপাত করতে হবে; যাতে করে মুসলমানরা তাদের অন্য জায়গার সমস্যাগ্রস্ত ভাইদের ব্যাপারে চিন্তা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন না থাকে।

মুসলমানের অন্তরে ইমানি প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে, মুসলমানের পবিত্র স্থান ও ভূমির সংরক্ষণের বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। মুসলমানের ইজ্জত-সম্মান, আকিদা-বিশ্বাস ও ইসলামি শরীআহ প্রতিরক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করে দাওয়াতে দ্বীনের পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে। খুতবা হলো ইসলামের বাণী প্রচারের একটি অন্যতম মাধ্যম; কেননা রাসূলুল্লাহ (স.) খুতবার মাধ্যমে সাহাবিদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। কোনো ব্যক্তি, দল বা প্রশাসনের প্রচারণার উদ্দেশ্য থেকে খুতবাকে মুক্ত রাখতে হবে এবং তা আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট করতে হবে।

খুতবার একটি অন্যতম বিষয়বস্তু হলো দুআ। ইমাম সাহেব প্রথম খুতবায় হাম্‌দ, দরুদ ও কিরাআত ছাড়াও সবার উদ্দেশ্যে নসিহত করবেন, অতঃপর বসবেন। দ্বিতীয় খুতবায় হাম্‌দ ও দরুদসহ সকল মুসলমানের জন্য দু'আ করবেন।

সার সংক্ষেপ

জুমুআর নামায ও খুতবা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদাত। জুমআর নামায বড় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, তাই এখানে একসাথে অনেক লোকের সমাগম হয়। এ খুতবায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমসাময়িক বিষয়াদি ও ইসলামের বিভিন্ন দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে পরামর্শ দেয়া সম্ভব হয়। সর্বোপরি খুতবার মাধ্যমে জনগণের মাঝে সমকালীন যুগ জিজ্ঞাসার জবাব এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে উপস্থাপন ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহী করা হয়।

অ্যাকটিভিটি/শিক্ষার্থীর কাজ	**একক কাজ :** জুমআর খুৎবা শুনে শিক্ষার্থীদের কী কী উপকার হয়েছে তা নিজেদের মত করে লিখে শিক্ষককে জমা দিবেন। **দলীয় কাজ :** 'খুৎবায় যথাযথ বিষয়বস্তু নির্বাচন ও মানসম্পন্ন ভাষায় উপস্থাপন' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খুতবা শব্দের অর্থ কী?
ক. ভাষণ খ. জ্ঞানার্জন গ. শিক্ষা ঘ. কোনোটি নয়

২. খুত্‌বা শোনা কী?
ক. ফরয খ. ওয়াজিব গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

৩. খুতবা হচ্ছে–
(i) দাওয়াতের মাধ্যম (ii) ইসলামের অর্থনৈতিক উপাদান (iii) দু'আ

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. i, ii গ. i, ii ও iii

৪. আব্দুল করিম একদিন জুমুআর নামায পড়তে মসজিদে গেল। সে ইমাম সাহেবের কণ্ঠে মুসলমানদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে আলোচনা শুনলো।

উদ্ধৃতাংশে খুতবার কোন দিকটি ফুঠে উঠল

ক. গুরুত্ব খ. বিষয়বস্তু গ. প্রয়োজনীয়তা ঘ. কোনোটি নয়

সৃজনশীল

খুৎবা হচ্ছে দ্বীনের দাওয়াত ও কুাআন হাদিসের শিক্ষা তুলে ধরার জন্য ইমাম সাহেব প্রদত্ত ভাষণ। খুৎবার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয়, নবির পরিচয়, নবির শিক্ষা মানুষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। একই সাথে ইসলামি ঐতিহ্য ও ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও খুৎবার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

ক. খুতবা শব্দের অর্থ কী?

খ. খুতবার পরিচয় দাও।

গ. জুমুআর খুতবার বিষয়বস্তু কেমন হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর?

ঘ. সমাজ পরিবর্তনে খুতবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ১.ক, ২.খ, ৩.ক, ৪.খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

১. মসজিদ শব্দের অর্থ কী?

ক. নামাযের স্থান খ. ইবাদতের স্থান

গ. সিজদার স্থান ঘ. সিজদাগৃহ

২. মানবজাতির প্রথম শিক্ষাগার কোনটি?

ক. মসজিদে নববী খ. বায়তুল্লাহ

গ. মসজিদে আক্সা ঘ. আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়

৩. খুত্বা শব্দের অর্থ কী?

ক. ভাষণ খ. জ্ঞানার্জন

গ. শিক্ষা ঘ. কথপোকথন

৪. ইমাম শব্দের অর্থ কী?

ক. নেতা খ. পরিচালক

গ. ক + খ ঘ. কোনটি নয়

৫. মসজিদ মুসলমানদের ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। সমাজজীবনে এর ভূমিকা–

(i) মানবকল্যাণ (ii) ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা (iii) সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. i, ii গ. ii ও iii

৬. খুতবা হচ্ছে–

(i) দাওয়াতের মাধ্যম (ii) ইসলামের অর্থনৈতিক উপাদান (iii) দু'আ

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. i, ii গ. i, ii ও iii

৭. মসজিদে দৈনিক পাঁচবার মুসল্লিরা মিলিত হয়। এতে ধনী-গরিব, সাদা-কালো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই এককাতারে নামায আদায় করে।

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশে সমাজের কোন চিত্র ফুটে উঠেছে?

ক. ভ্রাতৃত্ববোধ খ. মমত্ববোধ

গ. সামাজিক সাম্য ঘ. ক ও গ

৮. রফিক সাহেব আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করেন। তিনি ইতোপূর্বে তালিমুল কুরআন কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এলাকার লোকদের অনুরোধে তিনি এখন মসজিদে ইমামতি করছেন। উদ্দীপকে ইমামের কোন যোগ্যতা ফুটে উঠেছে।

ক. জ্ঞানী হওয়া খ. কুরআন তিলাওয়াতে দক্ষ

গ. জনমানুষের আস্থা খ. সবগুলো

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

মসজিদ ইসলামি সমাজের প্রাণকেন্দ্র। রসূলপুর গ্রামে মিয়াবাড়ি জামে মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক মসজিদ পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। এখনে বিভিন্ন ধরনের বই রয়েছে। গ্রামের লোকেরা প্রতিদিন এখানকার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়ালেখা করে। মসজিদের ইমাম সাহেব লোকদেরকে বই পড়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি পাঠাগারে মুসল্লিদেরকে ইসলামের প্রাথমিক বিষয়াদি ও নৈতিক শিক্ষা দান করেন।

ক. ইমাম শব্দের অর্থ কী?

খ. মসজিদের পরিচয় দাও?

গ. নিরক্ষর দূরীকরণে মসজিদ পাঠাগারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর?

ঘ. ইসলামে ইমাম সাহেবের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

কাফী সাহেব ইবাদত বন্দেগি ও নিয়মিত নামায পড়েন। কিন্তু কখনো মানুষকে ভালো কাজ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করেন না। একদিন জুমুআর খুতবায় ইমাম সাহেব ভালোকাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইমামের আলোচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কাফী সাহেব লোকদেরকে ভালো কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেন এবং খারাপ কাজ না করার পরামর্শ দেন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে সমাজের মানুষ অসৎকাজ ছেড়ে সৎকাজে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

ক. খুতবা শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ইমামের পরিচয় দাও। ২

গ. খুতবার বিষয়বস্তু হিসেবে ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজ পরিবর্তনে ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা কর। ৪

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ১.গ, ২.খ, ৩.ক, ৪.গ, ৫.গ, ৬.ক, ৭.ঘ, ৮.ঘ